বিশ্ব কী-ভাবে প্রমাণ করছে অহিংসা সম্পর্কে মার্টিন লুথার কিং সঠিক ছিলেন

HOW THE WORLD IS PROVING MARTIN LUTHER KING, JR. RIGHT ABOUT NONVIOLENCE

Erica Chenoweth and Maria J. Stephan

The Washington Post, January 18. 2016

Translation: Rizwana Yousef, November 2018 (Editor: Asis Kumar Das)

বিশ্ব কী-ভাবে প্রমাণ করছে

অহিংসা সম্পর্কে মার্টিন লুথার কিং সঠিক ছিলেন

বিশ্ব কী-ভাবে প্রমাণ করছে অহিংসা সম্পর্কে মার্টিন লুথার কিং সঠিক ছিলেন

লিখেছেন: এরিকা চেনোওয়েথ এবং মারিয়া জে. স্টিফান; ১৮ জানুয়ারি, ২০১৬

পরিচিতি: *নারী অধিকার নিয়ে অহিংস কার্যকলাপের জন্য ইয়েমেনি সক্রিয়-কর্মী তাওয়াক্কুল কারমানকে (ডান দিকে সাদা রুমাল জড়িয়ে) নোবেল শান্তি পুরস্কার দেওয়া হয়।*

"আমি ভারত ছেড়েছি আগের চেয়েও অনেক বেশি বিশ্বাস নিয়ে যে, স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামে নিপীড়িত জনগণের কাছে সব চেয়ে জোরালো হাতিয়ার হচ্ছে অহিংস প্রতিরোধ।"

-- *"দ্য অটোবায়োগ্রাফি অফ মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র"*, সম্পাদনা করেছেন *ক্লেবোর্ন কারসন।*

২০১১ সাল থেকে এই বিশ্ব এক গভীর বিরোধের জায়গায় পরিণত হয়েছে। যদিও মধ্য-প্রাচ্য, সাহেল এবং দক্ষিণ এশিয়া জুড়ে সশস্ত্র সংগঠিত-বিদ্রোহ ফুঁসে উঠেছে, তবু জনগণের কাছে তাদের ক্ষোভের প্রতিকারের জন্য হিংসাত্মক গণ-সংঘাত এখন আর মোটেই প্রাথমিক পথ নয়। বরং, তিউনিশ থেকে তাহরির স্কোয়ার, জুক্কোট্টি পার্ক থেকে ফার্গুসন, বুরকিনা ফাসো থেকে

হংকং পর্যন্ত বিশ্বব্যাপী আন্দোলনগুলি পরিবর্তনের জন্য চাপ তৈরি করতে গান্ধী, কিং এবং দেশে ও বিদেশের নিয়মিত সক্রিয়-কর্মীদের শিক্ষাকে কাজে লাগিয়েছে।

অহিংস প্রতিরোধের উপর গান্ধী এবং কিংয়ের জোর দেওয়াকে সমালোচকরা ছেড়ে কথা বলে না। এই প্রতিরোধে নিরস্ত্র জনগণ কোনো বিরোধী পক্ষের মুখোমুখি দাঁড়াতে সমন্বয় বজায় রেখে এক গুচ্ছ ধর্মঘট, প্রতিবাদ, বর্জন অথবা অন্যান্য কার্যকলাপগুলিকে ব্যবহার করে। গণ-প্রতিরোধ কী, সে-সম্পর্কে কিছু সমালোচনা ভ্রান্ত উপলব্ধির উপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে। আবার কিছু আছে যেগুলি নিরস্ত্র ও নিগৃহীত জনগণের সংগঠিত হওয়া এবং কোনো ক্ষমতাশালী বিরোধীকে চ্যালেঞ্জ জানানোর সক্ষমতা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করে। প্রতিটি নতুন আন্দোলনের সঙ্গে একই ধরনের এক গুচ্ছ চ্যালেঞ্জ হাজির হয়, যার মধ্যে পড়ে দৃঢ়-সুরক্ষিত ক্ষমতা এবং সমগ্র ব্যবস্থাগত নিপীড়নের মুখোমুখি দাঁড়ানো অহিংস কার্যকলাপের ফলপ্রসূতা নিয়ে নানা প্রশ্ন। এই সব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে ২০১১ সালে আমরা একটি বই প্রকাশ করেছিলাম। সে-সময় আমরা অপ্রত্যাশিত ভাবে দেখতে পেয়েছিলাম যে, ক্ষমতাসীন জাতীয় নেতাদের সরিয়ে দেওয়া কিংবা এলাকার স্বাধীনতার অর্জনের ক্ষেত্রে অহিংস প্রতিরোধ অভিযানগুলি তাদের হিংসাত্মক সংস্করণগুলির চেয়ে সচরাচর দ্বিগুণেরও বেশি সাফল্য পায়।

অনেক লোকের কাছেই এই উপসংহার হয়তো সাদাসিধা বলে মনে হতে পারে। কিন্তু প্রামাণ্য-তথ্যের গভীরে গিয়ে আমরা দেখেছি, অহিংস প্রতিরোধ অভিযানগুলি তাদের বিরোধীদের হৃদয় গলানোর মাধ্যমে সাফল্য পায় না। বরং, সাফল্যের দিকে তাদের এগনোর কারণ হল, অহিংস পদ্ধতিগুলির মধ্যে আছে জন-অংশগ্রহণকে টেনে নিয়ে আসার আরও বেশি সম্ভাবনা-শক্তি। গড় হিসেবে, এগুলি গড়পড়তা সশস্ত্র অভ্যুত্থানের চেয়ে প্রায় ১১ গুণ বেশি অংশগ্রহণকারীকে টেনে নিয়ে আসে। আরেকটি কারণ হচ্ছে, বিরোধী-পক্ষীয় শাসনগুলির মধ্যে এটিই প্রধান ক্ষমতা-বদলগুলির উৎস। যে জন-অংশগ্রহণ সমাজের বিভিন্নমুখী অংশগুলিকে এক জায়গায় টেনে এনে সমর্থনের উৎসগুলি থেকে কট্টরপন্থীদের বিচ্ছিন্ন করে দেয়, তা সঙ্গে সঙ্গে সংস্কারপন্থীদের ক্ষমতায়ন করা এবং তাদের সহ-যুক্ত করার দিকে এগয়। এ-ধরনের অংশগ্রহণ অহিংস হওয়ার দরুন তা রক্তক্ষয়ী প্রতিশোধের ভয় কমিয়ে নিরাপত্তা বাহিনী, অর্থনৈতিক অভিজাত এবং অসামরিক আমলাদের মধ্যে বিশ্বস্ততা-বদল হতে দিয়ে নেতৃত্ব থেকে শাসকগোষ্ঠীর পক্ষে সমর্থনকে সরিয়ে আনার সুযোগ বাড়িয়ে দেয়।

অন্য কথায়, আমরা দেখেছি যে অহিংস প্রতিরোধ কার্যকরী হওয়ার কারণ অবশ্যই এর চিত্ত-পরিবর্তন করার সম্ভাবনা-শক্তি নয়। বরং কারণটা হল, এর সৃজনশীল হওয়ার, সহ-যুক্ত করার এবং বাধ্য করার সম্ভাবনা-শক্তি — এই তত্ত্বটি আলবার্ট আইনস্টাইন ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠাতা জিন শার্প কয়েক দশক ধরে সাজিয়েছেন। স্বাভাবিক ভাবেই, সব অহিংস গণ-অভিযানই সাফল্য পায় না। তবে যে-সব ঘটনার ক্ষেত্রে সেগুলি ব্যর্থ হয়েছে, সেখানে ভালো এমন কোনো সুসম্বদ্ধ সাক্ষ্যপ্রমাণ নেই যা দিয়ে বলা যায় যে, হিংসাত্মক অভ্যুত্থানগুলি আরও ভালো কিছু করে দেখাতে পারত।

সেটা ছিল ২০১১ সাল। আর এখন ২০১৬ সাল। বিগত পাঁচ বছরে অহিংস প্রতিরোধ সম্পর্কে আমরা কী শিখেছি? নিচে রাষ্ট্রবিজ্ঞান থেকে কিছু মুখ্য অভিজ্ঞতার টুকরো আমরা খসড়া আকারে রাখছি। এর মধ্যে কয়েকটি আছে যেগুলি বরং অহিংস কার্যকলাপ সম্পর্কে সন্দেহবাদীদের চমকে দেওয়ার মতো ব্যঞ্জনা বহন করে।

১) অহিংস গণ-অভিযানগুলি ক্রমশই বাড়তে বাড়তে সাধারণ ব্যাপার হয়ে উঠেছে।

আপনি যদি মনে করেন যে, আমরা ইতিহাসের বিশেষ একটি বিপর্যয়কর সময়ে বাস করছি, তা হলে আপনি ঠিকই ভাবছেন। তবে এটি এমন *ধরনের* বিপর্যয়, যা আমাদের কালে অসাধারণ। ‘মেজর এপিসোড অফ কনটেনশন প্রজেক্ট’ (ইউনিভার্সিটি অফ ডেনভার-এর অধ্যাপিকা এরিকা চেনোওয়েথ পরিচালিত একটি প্রামাণ্য-তথ্য প্রকল্প) দেখায় যে, অহিংস প্রতিরোধ অভিযানগুলি বিশ্বব্যাপী বিরোধমূলক কার্যকলাপের আদর্শস্থানীয় বর্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ‘নাভকো (NAVCO) ডেটা প্রজেক্ট’ হল একটি স্বতন্ত্র প্রামাণ্য-তথ্য সংগ্রহ প্রকল্প, যা বিভিন্ন ধরনের মূল নথিপত্র ও অন্তর্ভুক্তি মান ব্যবহার করে প্রতিবাদ সম্পর্কিত অন্যান্য নানান ধরনের প্রামাণ্য-তথ্যের গুচ্ছগুলির মতোই একই রকম ধাঁচগুলিকে দেখাচ্ছে। ১০০০ জন লড়াইয়ে-মৃত্যুর ন্যূনতম সীমার ব্যাখ্যা অনুযায়ী হিংসাত্মক সংগঠিত-বিদ্রোহের পুনঃপুনতা যখন ১৯৭০-এর দশক থেকে কমতে শুরু করেছে, তখন প্রাথমিক ভাবে অহিংস প্রতিরোধ-নির্ভর গণ-অভিযানগুলি আকাশ-ছোঁয়া বৃদ্ধি পেয়েছে। লক্ষ করুন, এই রাশিগুলি সুনির্দিষ্ট ভাবে সর্বাধিক-বদলপন্থী গণ-অভিযানগুলিকে বোঝাচ্ছে, অর্থাৎ এগুলির লক্ষ্য হচ্ছে ক্ষমতাসীন জাতীয় নেতৃত্বকে ক্ষমতা থেকে সরানো বা বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীন এলাকা গঠন অথবা বিদেশি সামরিক দখলদারি বা ঔপনিবেশিক ক্ষমতার অপসারণ।

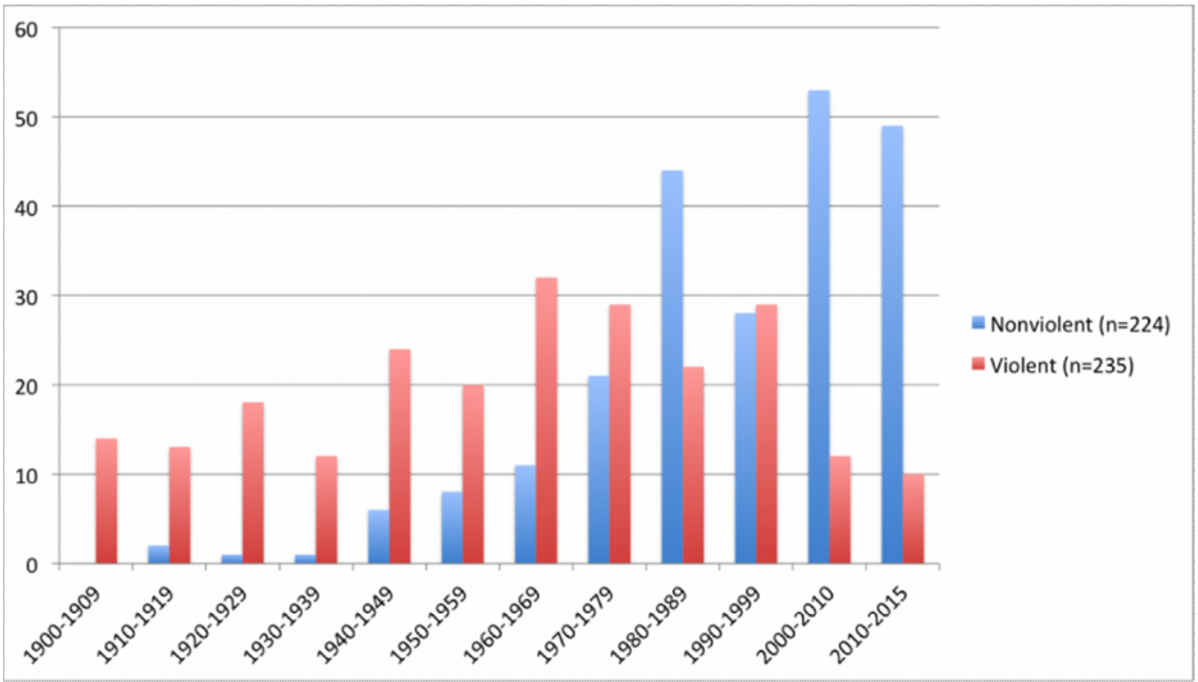

পুরো ১৯৯০-এর দশক জুড়ে যা হয়েছিল এবং ২০০০ সালের প্রায় পুরোটা জুড়ে আমরা যতটুকু দেখেছিলাম, তার তুলনায় শুধু বর্তমান দশকের প্রথম পাঁচ বছরেই আরও অনেক বেশি নতুন অহিংস গণ-অভিযান আমরা শুরু হতে দেখেছি। লিখিত নথির হিসেবে আমাদের বর্তমান দশক সব চেয়ে বেশি বিরোধপূর্ণ দশক হতে চলেছে।

২) অহিংস প্রতিরোধ অভিযানগুলি সর্বত্র অনেক দেখা গেলেও, এগুলির চরম সাফল্যের হার কমে যাচ্ছে।

অহিংস গণ-অভিযানগুলির এই খাড়া বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সামনে দুরূহ এক অধ্যয়নের কাজও হাজির হয়েছে দেখা যাচ্ছে। অহিংস প্রতিরোধের সাফল্যের হার ১৯৯০ সালে চূড়া ছুঁয়েছিল। তবে বর্তমান দশকে অহিংস প্রতিরোধের সাফল্যের হার সোজা নিচে নেমে যেতে দেখা যাচ্ছে।

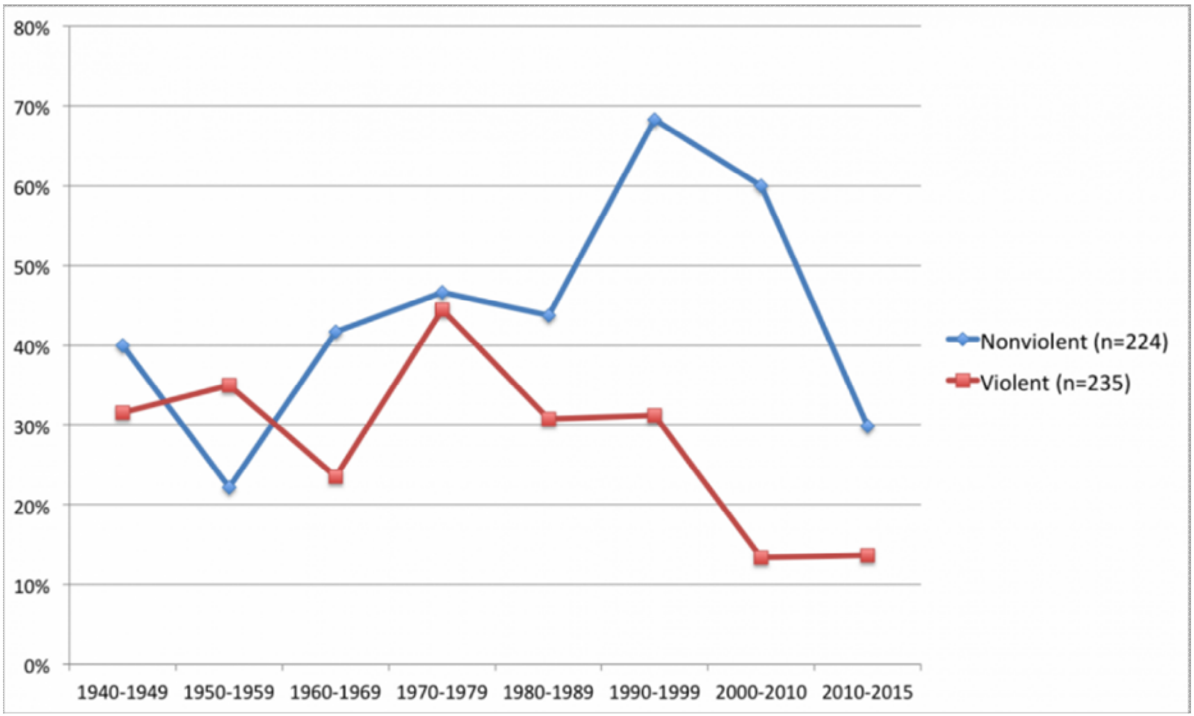

এর পেছনে কয়েকটি কারণ থাকতে পারে। প্রথমত, এটা হতে পারে যে রাষ্ট্রীয় বিরোধী পক্ষরা নিচু তলা থেকে আসা চ্যালেঞ্জগুলি থেকে শিখছে এবং খাপ খাইয়ে নিচ্ছে। এটা হতে পারে যে কয়েক দশক আগে তারা তাদের শাসনের সামনে জনগণের ক্ষমতার জোরালো বিপদ খাড়া করার সম্ভাবনা-শক্তিকে খাটো করে দেখেছে। তবে — সম্ভবত ব্রুস বুয়েনো ডি মেসকুইতা এবং অ্যালিস্টার স্মিথ-এর “ডিক্টেটর’স হ্যান্ডবুক”-এর সারবত্তা বুঝে — এখন তারা মনে হয় অহিংস জন-অভিযানগুলিকে সত্যিকারের বিপদের আশঙ্কা হিসেবে দেখছে এবং সেগুলিকে বাধা দেওয়ার জন্য আরও অনেক বেশি শক্তি-সংস্থান নিয়োগ করছে, কিংবা এগুলি মাথা তুলতে শুরু করলেই সঙ্গে সঙ্গে অঙ্কুরে বিনষ্ট করতে “ক্ষিপ্র দমনপীড়ন” ব্যবস্থা জারি করছে। বিচক্ষণতার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার এই পরিঘটনাটি, বা স্মিথ কলেজে মধ্য-প্রাচ্য গবেষণার কেচহাম আসনে সম্মানিত স্টিভেন হেইডম্যান যাকে “অথোরিটারিয়ানিজম ২.০” বলেন, সেটাই আটলান্টিক কাউন্সিল-এ “ফিউচার অব অথোরিটারিয়ানিজম” (“কর্তৃত্ববাদের ভবিষ্যৎ”) প্রকল্প-র একটি কেন্দ্রীয় আগ্রহের বিষয়।

দ্বিতীয়ত, যে-সব সক্রিয়-কর্মীরা অহিংস কার্যকলাপের পদ্ধতিগুলি প্রয়োগ করছেন, হতে পারে যে তারা বিশ্বব্যাপী তাদের সমসাময়িকদের কাছ থেকে ভুল শিক্ষা নিচ্ছেন। যেমন উদাহরণ হিসেবে, ২০১০ ও ২০১১ সালের তিউনিশিয়ায় জন-বিক্ষোভের প্রকাশিত খবরের উপর ভিত্তি করে কেউ

এমন ভাবনার প্রলোভনে পড়তে পারেন যে, তিন সপ্তাহের বিক্ষোভেই কোনো একনায়কতন্ত্রীকে উৎখাত করা সম্ভব। তা হলেও, এ-রকম উপলব্ধির মধ্যে যে সত্যটি পুরোপুরি অনুপস্থিত তা হল, তিউনিশিয়ায় বিপুল সুসংগঠিত শ্রমিক কর্মকাণ্ডের একটি অতুলনীয় সাম্প্রতিক ইতিহাস আছে যা এই অভুত্থানে সমর্থন জোগায়, এবং ওই সাধারণ ধর্মঘটগুলি তিউনিশিয়ার অর্থনীতিকে বিকল করে দেওয়ার হুমকি দেয়, ঠিক যেমন অর্থনৈতিক আর ব্যবসায়ী অভিজাতরা প্রেসিডেন্ট জিন-আল-আবেদিন বেন আলির উপর থেকে একই রকম ভাবে সমর্থন প্রত্যাহার করে নিতে শুরু করে যে-রকম ভাবে নিরাপত্তা বাহিনী বিক্ষোভকারীদের উপর স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র নিয়ে তার আক্রমণ নামানোর আদেশ অগ্রাহ্য করে।

সক্রিয়-কর্মীরা যে একই ধরনের অবস্থাগুলির মধ্যে দিয়ে যাওয়া অন্যান্যদের থেকে অনুপ্রেরণা নেবেন সেটাই স্বাভাবিক, কিন্তু এর ফল অনেক সময় ব্যর্থতাও হতে পারে। যেমন উদাহরণ হিসেবে, ইউনিভার্সিটি অব টেক্সাস-এর কুর্ট ওয়েল্যান্ড নির্দিষ্ট ভাবে দেখান যে, ১৮৪৮ সালে সারা বিশ্ব জুড়ে প্রধানত যখন হিংসাত্মক বিপ্লবের ঢেউ চলছে, ভিন্নমতাবলম্বীরা তখন ফরাসি রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থানের শুরুর দিকের সামগ্রিক-কৌশলকেই হুবহু অনুসরণ করার চেষ্টা করলেও, নিঃসন্দেহে আরও ভালো ভাবে প্রস্তুত, ভালো শক্তি-সংস্থানের অধিকারী, এবং অবশ্যই অন্য ধরনের বিরোধী পক্ষ হয়ে ওঠা রাজতন্ত্রীদের কাছে একেবারে পরাস্ত হয়ে যায়। ওই ঢেউয়ের শেষ পর্যায়ে এসে ওই সার্বভৌমরা বিপ্লবীদের পদক্ষেপগুলিকে আগেই অনুমান করে নিয়ে অভ্যুত্থানকে দুমড়ে-মুচড়ে দিতে এবং বিরোধীদের মধ্যে ভাঙন ধরিয়ে নিজেদের পক্ষ ভারী করে নিতে সমর্থ হয়। মনে হয় আজও আমরা বিশেষ করে অভ্যুত্থানের আঞ্চলিক ঢেউয়ের পরবর্তী পর্যায়গুলিতে সেই একই গতিশীল-প্রক্রিয়া দেখতে পাচ্ছি।

৩) বিশ্বাস করুন বা না করুন, হিংসার তুলনায় অহিংস গণ-অভিযানগুলি এখনও অনেক বেশি সফল।

১৯৬০ সাল থেকে অহিংস গণ-অভিযানগুলির তুলনায় হিংসাত্মক গণ-অভিযানগুলি চরম সাফল্যের হারের মাপকাঠিতে অনেক বেশি পিছিয়ে আছে। সত্যি বলতে কী, ১৯০০ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত মোট হিসেবে, অহিংস গণ-অভিযানগুলি সাফল্য পেয়েছে ৫১ শতাংশ সময়, যেখানে হিংসাত্মক গণ-অভিযানগুলি সাফল্য পেয়েছে মাত্র ২৭ শতাংশ সময়। এখন পর্যন্ত এই দশকে ৩০ শতাংশ অহিংস গণ-অভিযান সাফল্য পেয়েছে, কিন্তু হিংসাত্মক গণ-অভিযানগুলি

সাফল্য পেয়েছে ১২ শতাংশ। এর প্রকৃত অর্থ হল, এই দুইয়ের মধ্যে আনুপাতিক সাফল্যের ব্যবধান আসলে এখন গড়ের চেয়েও বেশি।

৪) উগ্রবাদী পক্ষগুলি বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে অহিংস জন-আন্দোলনের পক্ষে অসুবিধাজনক।

২০১১ সাল থেকে যে জ্বলন্ত বিষয়টি প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে তা হল, একটি মূলত নিরস্ত্র গণ-অভিযানের পাশাপাশি সামান্য কিছু হিংসা যোগ করলে তা অহিংস গণ-অভিযানকে সহায়তা করে নাকি ক্ষতিগ্রস্ত করে। এই প্রশ্নটি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে "বিশেষ-কৌশলের বৈচিত্র্যময়তা" বিতর্কে অনেক সময়েই আলোচনা হয়েছে। তবে দ্বন্দ্বের অহিংস, হিংসাত্মক বা মিশ্র পদ্ধতি নিয়ে প্রশ্নটি বিশ্ব জুড়ে আমূল-বদল চাওয়া অনেক আন্দোলনেই সাধারণ ভাবে আছে। পর্যবেক্ষক, পণ্ডিত এবং সক্রিয়-কর্মীদের কাছ থেকে সমান ভাবে পক্ষে-বিপক্ষে বহু দাবি উঠলেও, আশ্চর্যের ব্যাপার হল এই প্রশ্নটিকে ঘিরে একেবারে সাম্প্রতিক কালের আগে পর্যন্ত আন্তরিক ভাবে খুব সামান্যই অভিজ্ঞতা-নির্ভর মূল্যায়ন হয়েছে।

রাটগার্স ইউনিভার্সিটির চেনোওয়েথ এবং কুর্ট শক সাম্প্রতিক একটি প্রবন্ধ "মোবিলাইজেশন"-এ হিংসার সীমিত ব্যবহার নিয়ে সমীক্ষা করার জন্য তুলনামূলক প্রামাণ্য-তথ্য ব্যবহার করেছেন। তারা দেখেছেন যে, উগ্রবাদী পক্ষ কিছু স্বল্পকালীন *প্রক্রিয়ার* লক্ষ্য অর্জন করতে পারে। যেমন, প্রচার-মাধ্যমের মনোযোগ, আত্মরক্ষা সংক্রান্ত উপলব্ধি, আরও বেশি আমূল-বদলপন্থী সদস্যদের মধ্যে অঙ্গীকার গড়ে তোলার মতো একটা বিরোধিতা সংস্কৃতির বিস্তার, কিংবা "অতি-উৎসাহ নিয়ন্ত্রণ করা"র জন্য সক্ষমতা শোধন চালানো। কিন্তু উগ্রবাদী পক্ষগুলি স্বভাব-বৈশিষ্ট্য অনুসারে আরও দীর্ঘমেয়াদি সামগ্রিক-কৌশলগত লক্ষ্যগুলিকে দুর্বল করে ফেলে। যেমন, ক্রমশ-বাড়তে-থাকা ব্যাপক এবং বৈচিত্র্যময় অংশগ্রহণের ভিতকে বজায় রাখা, তৃতীয় পক্ষের ভিতরে সমর্থন বাড়ানো এবং নিরাপত্তা বাহিনীর ভিতরে বিশ্বস্ততা-বদল ঘটানো। তারা এমন প্রমাণ পেয়েছেন যে, উগ্রবাদী পক্ষগুলি অহিংস প্রতিরোধ ব্যবহার করার মূল সুবিধাকে খাটো করে দিয়ে, স্বভাব-বৈশিষ্ট্য অনুসারে প্রথম থেকেই অপেক্ষাকৃত কম হারের অংশগ্রহণ এবং আরও বেশি সমমনোভাবাপন্ন অংশগ্রহণের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে। আরেকটি সমীক্ষায় একই ভাবে দেখা গেছে, উগ্রবাদী পক্ষগুলির ঝোঁক আছে রাষ্ট্রের দমনপীড়নকে বাড়িয়ে দেওয়া, প্রবণতা হিসেবে যা অংশগ্রহণের অপেক্ষাকৃত কম হারের সঙ্গে যুক্ত। এই ভাবে, গড়পড়তা হিসেব অনুযায়ী হিংসা নিশ্চিত ভাবেই অহিংস গণ-অভিযানগুলির সাফল্যে সহায়তা করে না।

প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটির ওমর ওয়াসো অহিংস বনাম "হিংসাত্মক" প্রতিবাদের রাজনৈতিক প্রভাব সম্পর্কে আরও কিছু প্রমাণ হাজির করেছেন। ১৯৬০-এর দশকে কৃষ্ণাঙ্গ আমেরিকাবাসীদের শহরাঞ্চলের প্রতিবাদগুলির প্রামাণ্য-তথ্য তুলে ধরে ওয়াসো বিশ্বাসযোগ্য ভাবে দেখিয়েছেন যে, অহিংস প্রতিবাদের উচ্চতর হারে পুনঃপুনতার ফলে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের জনতার ভাবনার প্রাথমিক বিষয় হিসেবে "নাগরিক অধিকার" যখন উচ্চতর হারে সমর্থন পাচ্ছে, তখন হিংসাত্মক প্রতিবাদের উচ্চতর হারে পুনঃপুনতার ফলে মূল বিষয় হিসেবে "আইন ও শৃঙ্খলা" অধিকতর হারে সমর্থন পাচ্ছে। ১৯৬৫ সালের পর হিংসাত্মক প্রতিবাদ যখন ক্রমশই সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল, তখন নাগরিক অধিকারকে সমর্থন করা থেকে জনমত মুখ ঘুরিয়ে নেয় এবং পুলিশের প্রতিক্রিয়াকে সমর্থনের দিকে ঝুঁকে পড়ে, যা দেখায় যে একটি আন্দোলন কী-ভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতার ধারক-স্তম্ভগুলির ভিতরে তার আবেদনকে ছড়িয়ে দিতে ব্যর্থ হয়েছিল। লক্ষণীয় ব্যাপার হচ্ছে, জনমতের গুরুত্ব যে শুধু স্বল্পমেয়াদেই আছে তা নয়, দীর্ঘমেয়াদেও তা আছে। ওয়াসো দেখেন যে, "আইন ও শৃঙ্খলা"র পক্ষে সমর্থন জানানোর সঙ্গে রিপাবলিকান নেতৃত্বের সপক্ষে ভোটদান গভীর ভাবে সম্পর্কযুক্ত ছিল। এর থেকে যে ইঙ্গিত পাওয়া যায় তা হল, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিবাদের বিভিন্ন ধরনগুলির প্রভাবের স্থায়ী রাজনৈতিক প্রভাব পড়েছে।

৫) অহিংস সংঘাতগুলির ভবিষ্যদ্বাণী করা খুবই কঠিন।

সমগ্র সমাজতত্ত্ব দীর্ঘ দিন ধরেই যে প্রশ্নটি নিয়ে ভাবছে তা হল, সামাজিক আন্দোলন বা প্রতিবাদ আন্দোলনগুলি কখন ঘটে। সর্বাধিক-বদলপন্থী অহিংস প্রতিরোধ অভিযানগুলি কিছুটা আলাদা জাতের, কারণ এগুলির পূর্বশর্তই হচ্ছে জাতীয় তলে স্থিতাবস্থার মৌলিক পরিবর্তনের লক্ষ্যে কোনো রাষ্ট্রীয় বিরোধী পক্ষের বিরুদ্ধে দারুণ বিপর্যস্ত-করা, দ্বন্দ্বমূলক এক গুচ্ছ সমন্বিত কার্যকলাপকে সংহত করা। অহিংস প্রতিরোধের কারণগুলি মূল্যায়ন করে সমীক্ষাগুলি বহু পরিবর্তী-পারম্পর্যকে শনাক্ত করেছে। যেমন, নির্মাণ ক্ষেত্রের ঘনত্ব (বুচার ও স্ফেনসন, ২০১৪), আবেগ (পার্লম্যান ২০১৩), ভৌগোলিক নৈকট্য (গ্লেডিচ ও রিভেরা ২০১৫) এবং প্রতিবাদের ইতিহাস (ব্রেথওয়েট, ব্রেথওয়েট ও কুবিক ২০১৫)।

২০১৫ সালে চেনোওয়েথ এবং জে উলফেলডার জন-অভ্যুত্থানের বেশ কয়েকটি সাধারণ তত্ত্বের মূল্যায়ন করে দেখেন যে, এদের মধ্যে মাত্র কয়েকটি সঠিক ভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে অহিংস গণ-অভিযানগুলি কোথায় সংগঠিত হবে। সশস্ত্র গণ-অভিযান, অন্তর্ঘাতী-ক্ষমতাদখল বা

রাষ্ট্রের পতনের ভবিষ্যদ্বাণী পণ্ডিতরা বেশ ভালোই করতে পারেন। তবে অহিংস জন-অভিযানগুলি ওইগুলির মতো নয়। এগুলি প্রায় সব জায়গাতেই যে-কোনো কারণেই ঘটতে পারে। এগুলি প্রায়শই এমন সব জায়গায় ঘটে, যেখানে ভিন্ন-মতকে পণ্ডিতদের প্রত্যাশা অনুযায়ী সমাবেশিত করা খুব কঠিন, কার্যকরী ভাবে ভিন্ন-মতকে অনেক কম সমাবেশিত করা যায়। আর এটাও মোটেই পরিষ্কার নয় ঠিক কী তাদের সক্রিয় করে তুলতে বা এক সঙ্গে ধরে রাখতে পারে। চেনোওয়েথ এবং উলফেলডার সিদ্ধান্ত টানেন যে, জনগণের-ক্ষমতা আন্দোলনগুলি এতই প্রাসঙ্গিকতা-নির্ভর এবং অনিশ্চয়তায় ভরা যে, বিশেষ পূর্বাভাস হাতিয়ারগুলি ও প্রামাণ্য-তথ্য কাঠামো ব্যবহার করে তাদের কারণগুলিকে ঠিক নির্দিষ্ট করা যায় না। আরেক ভাবে এই পর্যবেক্ষণ-প্রাপ্তিগুলিকে ব্যাখ্যা করা যায়। তা হল, যে জনগণ অহিংস অভ্যুত্থান সংগঠিত করে, তারা প্রায়শই প্রত্যাশা ছাপিয়ে-যাওয়া সৃজনশীল উপায়ে প্রতিকূল পরিস্থিতিগুলিকে মোকাবেলা করে, যা আমাদের পৌঁছে দেয় আমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্যে।

৬) ভিন্নমতাবলম্বী গণ-অভিযানগুলিকে দমনপীড়ন চ্যালেঞ্জ করে, তবে অহিংস প্রতিরোধ বেছে নেওয়াকে বা তার ফলাফলকে অবশ্যই আগাম নির্ধারণ করে দেয় না।

অহিংস প্রতিরোধ সম্পর্কে একটি জনপ্রিয় বিতর্ক হল, এটি তত ক্ষণ পর্যন্ত ঘটতে পারে এবং সাফল্য পেতে পারে, যত ক্ষণ পর্যন্ত বিরোধী পক্ষ সুন্দর আচরণ করে। কিন্তু বিরোধী পক্ষ যে-মুহূর্তে নখ-দাঁত বার করে, অহিংস প্রতিরোধও অসম্ভব বা অকার্যকর হয়ে পড়ে। আমরা এই বিতর্ক নিয়ে ২০১১ সালে আমাদের বইয়ে কিছুটা আলোচনা করেছিলাম। তবে অতি-সাম্প্রতিক কিছু গবেষণাতেও এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

অহিংস প্রতিরোধের সম্ভাবনাকে বর্বর দমনপীড়ন প্রভাবিত করে কি না তা নিয়ে ওয়েনডি পার্লম্যান প্যালেস্তিনীয় জাতীয় আন্দোলন বিষয়ক তার চমৎকার বইটিতে যুক্তি দেখিয়েছেন যে, কোনো আন্দোলন অহিংস কার্যকলাপ থেকে কেন হিংসাত্মক চেহারা নেয় তার পেছনে শুধু দমনপীড়নই একমাত্র কারণ হতে পারে না। তিনি যুক্তি দেখান যে, আসলে প্রথম ইন্তিফাদা-র অহিংস পর্যায়ে দমনপীড়নের তীব্রতা ঠিক ততটাই ছিল যতটা আন্দোলনের হিংসাত্মক বিভিন্ন পর্যায়গুলিতে ছিল। তার যুক্তিতে, বরং সংবদ্ধতার তল দিয়েই হিংসার দিকে ঘুরে যাওয়াকে সব চেয়ে ভালো ভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। আন্দোলনের যখন একটি যৌথ দৃষ্টিভঙ্গি, নেতৃত্ব এবং সুস্পষ্ট এক গুচ্ছ অভ্যন্তরীণ নিয়মকানুন ছিল, তখন আন্দোলন ইসরায়েলি সরকারের ধারাবাহিক দমনপীড়ন সত্ত্বেও অহিংস প্রতিরোধ চালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিল।

একই রকম ভাবে গবেষণাকারী জোনাথন সুতোন, চার্লস বুচার ও ইসাক স্ফেনসনও দমনপীড়নের সামনে গণ-অভিযানের কার্যকারিতার একটি চূড়ান্ত নির্ধারক হিসেবে আন্দোলনের কাঠামো ও সংগঠনের দিকে নির্দেশ করেছেন। যুক্তি সাজানোর জন্য তারা ব্যবহার করেছেন পরিমাণগত প্রামাণ্য-তথ্য, এবং বলেছেন, নিরস্ত্র বিক্ষোভের বিরুদ্ধে রাষ্ট্র যখন একতরফা ভাবে হিংসা বা গণহত্যা চালায়, বিক্ষোভকারীরা তখন দীর্ঘ মেয়াদে সাফল্য অর্জন করতে পারে একমাত্র যদি তারা একটি বৃহত্তর এবং সমন্বিত গণ-অভিযানের অংশ হয়ে থাকে।

তবে কিছু গবেষণায় অত্যাধুনিক দমনপীড়নমূলক, বিশেষ করে গণহত্যা-নির্ভর এবং রাজনৈতিক হত্যা-নির্ভর ক্ষমতালোলুপ শাসনগুলির সঙ্গে যুঝতে অহিংস বিরোধিতা কতটুকু সক্ষম তা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে। ১৯৭৫ থেকে ১৯৮৫ সালের মধ্যবর্তী সময়ে গুয়াতেমালার নিরাপত্তা বাহিনীর হাতে সুসম্বদ্ধ ভাবে বামপন্থী বিরোধী পক্ষ ভেঙে গুঁড়িয়ে যাওয়ার কাহিনি ক্রিস্টোফার সুলিভান তার সাম্প্রতিক লেখায় রেখেছেন। কোনো কোনো শাসনযন্ত্র যে অত্যাধুনিকতা ও দায়বদ্ধতা দেখায় সে-বিষয়ে তার এই লেখা একটি হিতোপদেশের উপাখ্যান। ২০১১ সালের মার্চে সিরিয়ার দেরায় বাশার-আল-আসাদ শাসনে নিরস্ত্র প্রতিবাদকারীদের পরিকল্পিত ভাবে বর্বর হত্যার হাড়-হিম-করা স্মৃতি মনে পড়িয়ে দেয় কেন অহিংস জন-অভিযান ঠিক ততটাই আবার ব্যর্থও হতে পারে, যতটা সে সফল হতে পারে।

তবে আবার এটাও আগে থেকে ভবিষ্যদ্বাণী করা কঠিন, জন-অভ্যুত্থানের সামনে উৎপীড়ক আমলাতন্ত্র ঠিক কখন নিজেদের অধীনস্তদের পূর্ণ আনুগত্য দেখাতে বাধ্য করতে পারবে — এমনকী সিরিয়ার মতো আপাত দৃষ্টিতে অসম্ভব ঘটনার ক্ষেত্রেও তা সত্য। এ-ছাড়াও, লি স্মিথি, লেস্টার কুর্টজ ও তাদের পক্ষভুক্তরা একটি কাজ (এখনও প্রকাশিত-না-হওয়া) করতে গিয়ে দেখেছেন যে, অনেক সময়ই নিরস্ত্র প্রতিবাদীদের উপর শাসনযন্ত্রের দমনপীড়নের নানা ভাবে প্রতিঘাত হতে পারে — যেমন তীব্র নৈতিক আক্রমণ গড়ে তুলে, অংশগ্রহণ আরও বাড়িয়ে, আন্দোলনে তৃতীয় পক্ষের সাহায্য-সমর্থন গড়ে তুলে, এবং নিরাপত্তা বাহিনীর ভিতরে পক্ষত্যাগ আরও দ্রুত করে। আসলে, দমনপীড়নমূলক পর্বগুলি অনেক সময়েই অহিংস গণ-অভিযানের অবসান ঘটানোর বদলে তার কারণ হয়ে উঠতে পারে। হিংসার ভয়াবহ একটি পর্বের উদাহরণ হিসেবে এমেট টিল হত্যার ঘটনা মনে আসে, যা অবশেষে আমেরিকার নাগরিক অধিকার আন্দোলনের পক্ষে সমর্থন, সহানুভূতি ও অংশগ্রহণের জোয়ার তৈরি করেছিল।

এবার আসি মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র দিবসের আলোচনায়। তার ‘লেটার ফ্রম দ্য বার্মিংহাম জেল’ চিঠির একটি অন্তর্দৃষ্টি-সমৃদ্ধ অংশ পাঠকদের কাছে তুলে ধরছি। পুরো লেখাটি পাওয়া যাবে এখানে:

“বন্ধুগণ, আমাকে বলতেই হচ্ছে, দৃঢ়-সংকল্প আইনি ও অহিংস চাপ তৈরি না করে একটিও নাগরিক অধিকার আমরা লাভ করতে পারিনি। পরিতাপের বিষয়, এটি একটি ঐতিহাসিক সত্য যে সুবিধাভোগী গোষ্ঠীরা খুব কমই স্বেচ্ছায় তাদের সুবিধা ছেড়ে দেয়। ব্যক্তি-মানুষের কাছে নৈতিকতার আলো ধরা পড়ে এবং তারা অন্যায় মনোভাব ত্যাগ করতে পারে; কিন্তু, রেইনহোলড নিবুয়র যেমন আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন, ব্যক্তির চেয়ে গোষ্ঠীগুলিই অনৈতিকতার দিকে বেশি ঝোঁকে। যন্ত্রণাদায়ক অভিজ্ঞতা আমাদের শিখিয়েছে, নিপীড়ক কখনো স্বেচ্ছায় স্বাধীনতা দিয়ে দেয় না। নিপীড়িতদেরই সেটা দাবি করতে হয়।”

হ্যাঁ, মার্টিন লুথার কিং অহিংস প্রতিরোধের নৈতিক এবং বাস্তবধর্মী এই দুই দিক নিয়েই ভেবেছিলেন। কিন্তু তার বাস্তবধর্মিতাকে খাটো করে দেখা উচিত নয়। বার্মিংহাম-এর চিঠি সম্পর্কে জোনাথন রিডার-এর বইটি এ-ব্যাপারে একেবারে মর্মে ঘা মেরেছে।

স্পষ্টতই অহিংস প্রতিরোধ সম্পর্কে এখনও অনেক কিছু শেখার আছে। এই পরিঘটনাটি ক্রমশই আত্মপ্রকাশ করছে, এবং একই ভাবে সমাজ-বিজ্ঞানেও এ-বিষয়ে নতুন নতুন গবেষণা হচ্ছে। নিপীড়নের মুখোমুখি দাঁড়াতে আগ্রহী জনগণ আরও সুসম্বদ্ধ গবেষণা থেকে জানতে পারবেন, বিভিন্ন প্রাসঙ্গিকতায় কখন ও কী-ভাবে অহিংস সংগ্রাম শুরু করতে হবে। কর্তৃত্ববাদের পুনরুত্থান থেকে শুরু করে হিংসাত্মক চরমপন্থার সামনে রাষ্ট্রের ভঙ্গুরতার চ্যালেঞ্জগুলি নিয়ে লড়তে-থাকা নীতি-নির্ধারকরা কখন ও কেন অহিংস আন্দোলন সফল হয় এবং এগুলিকে কার্যকর ভাবে সমর্থনের অর্থ কী দাঁড়ায় সে-সম্পর্কে আরও গভীরতর উপলব্ধি থেকে উপকৃত হবেন।

বর্তমান দশকে — যে-সময় জনগণ আগের চেয়ে বেশি মাত্রায় অহিংস প্রতিরোধ ব্যবহার করছে — পণ্ডিত এবং অনুশীলনকারীরা সবাই সামনে এগনোর পথ গড়ে তুলতে আরও ভালো ভাবে গান্ধী ও কিং-এর বাস্তবধর্মী ও নীতি-আদর্শগত প্রজ্ঞাকে অধ্যয়ন করতে আগ্রহী হবেন।

লেখক পরিচিতি: এরিকা চেনোওয়েথ ডেনভার বিশ্ববিদ্যালয়ের জোশেফ করবেল স্কুল অব ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজ-এর অধ্যাপিকা। তিনি 'পলিটিক্যাল ভায়োলেন্স @ আ গ্ল্যান্স' ব্লগের সহ-পরিচালনা করেন। মাঝেমধ্যে 'দ্য মাঙ্কি কেইজ' ব্লগেও লেখেন।

মারিয়া জে স্টেফান 'আমেরিকান ইনস্টিটিউট অব পিস'-এর সিনিয়র ফেলো ও 'আটলান্টিক কাউন্সিল'-এর অনাবাসিক ফেলো।